بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৮/০২ | শনিবার, ২৫ শা'বান, ১৪৪১ হিজরী | ১৮/০৪/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"লক ডাউন"-এর মধ্যে ত্রাণ সামগ্রীর তিব্র সংকট এবং ব্যাপক লুটপাটের ঘটনাসমূহ হাসিনা সরকারের মিথ্যাচার এবং পদ্ধতিগত দুর্নীতির কুৎসিত চেহারা উন্মোচন করেছে

দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যালিম শাসকগোষ্ঠীর জন্মদাতা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের বিলুপ্তি সাধনই বাংলাদেশের জনগণকে উদ্ধারের একমাত্র উপায়

বাংলাদেশে "লক ডাউন"-এর মধ্যে ত্রাণের জন্য অপর্যাপ্ত বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তাসমূহ পাইকারী হারে লুটপাট চ্ছে। এবং এই ব্যাপক দুর্নীতি, প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত হাসিনার আড়ম্বরপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যের আড়ালে সংঘটিত হচ্ছে। দেশে করোনা-সংক্রমন ঠেকাতে ব্যাপক "লক ডাউন"-এর প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন জেলায় স্বল্প আয়ের মানুষদের সহায়তার নামে ৩০ হাজার টন চাল এবং প্রায় ২২ কোটি টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা দেয় এবং ভিডিও-কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দিনমজুর, রিকশাচালক, পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের একটি তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশ দেয় যাতে কেউ ক্ষুধার্ত না থাকে (ঢাকা ট্রিবিউন, ৩১শে মার্চ, ২০২০)। শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের জনগণকে জোরপূর্বক স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বক্তব্যে প্রায়শঃই উল্লেখ করে যে, "প্রত্যেকেই একটি সমৃদ্ধ জীবন পাবে, কেউ ক্ষুধার্ত ও গৃহহীন থাকবে না, এবং বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না...।" (দৈনিক প্রথম আলো, ২৫শে মার্চ, ২০১৯), তবে এই ক্রান্তিকালে সকলেই এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, তার এই জাতীয় মিথ্যাচার কেবল প্রতারণার জন্য, জনগণকে দুর্দশা থেকে রক্ষার জন্য নয়। অন্যথায়, ত্রাণের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তার "কঠোর সতর্কবার্তার" পরও কিভাবে এখনো ব্যাপক লুটপাট চলছে, এবং হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ স্থানীয় প্রতিনিধিদের অফিস ও বাড়িতে ধর্ণা দিয়েও খাদ্যসহায়তা না পাওয়ায় প্রতিদিন রাস্তায় নামছে (ঢাকা ট্রিবিউন, ১৬ই এপ্রিল, ২০২০)?

বাস্তবতা হচ্ছে, শেখ হাসিনার কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য প্রচার ছাড়া প্রকৃত অর্থে এই ত্রাণ গরিবদের জন্য নয়, বরং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণকৃত এই ত্রাণ সরকার সমর্থিত রাজনীতিবিদ, কাউন্সিলর, সদস্য এবং চেয়ারম্যানদের লুটপাটের জন্য। ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দকে ত্রাণ বিতরণের সাজানো ফটোসেশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সস্তা প্রচারে ব্যস্ত দেখালেও প্রকৃত চিত্র হচ্ছে, খাদ্য সহায়তার আকুতি জানিয়ে সরকারি হটলাইন নাম্বারে (৩৩৩) কল করার অপরাধে অসহায় বৃদ্ধ কৃষকদেরকে চেয়ারম্যান কর্তৃক মারধরের শিকার হতে হচ্ছে (ঢাকা ট্রিবিউন, ১৪ই এপ্রিল, ২০২০)। আর খাদ্য সহায়তা সামগ্রী লুটের অপরাধে লোক দেখানো যেসব গ্রেফতার করা হচ্ছে, তা মুলতঃ ক্ষমতাসীন দলের গুটিকয়েক মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীকে বলির পাঠা বানিয়ে প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ ও দলীয় প্রশাসনের ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। যেভাবে শেখ হাসিনা তথাকথিত 'উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের' মাধ্যমে সরকার দলীয় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে ভাগ্য গড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই এখন দলীয় দুর্নীতিবাজদের পুনর্বাসনের জন্য এই 'নিয়মতান্ত্রিক দুর্নীতি' দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে দিয়েছে।

হে দেশবাসী, হিযবুত তাহ্‌রীর আপনাদেরকে এটা স্মরণ করিয়ে দিতে কখনোই ক্লান্ত হবে না, যতদিন এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র থাকবে ততদিন দুর্নীতির এই ভয়াবহ চিত্র দেশব্যাপী বিরাজ করবে। মানুষকে আইন তৈরীর অধিকার প্রদানকারী এই ত্রুটিযুক্ত শাসনব্যবস্থা স্বভাবতই সমাজের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অর্থলিপ্সু ব্যক্তিদেরকে ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট করে, যাতে তারা বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে। কেবলমাত্র নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি চিরতরে অবসান ঘটানো সম্ভব, যে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে শাসকের হাতে আইন তৈরির কোনো ক্ষমতা থাকবে না, তিনি কেবল কুর'আন ও সুন্নাহ্ দ্বারা নির্ধারিত বিধি-বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

হে মুসলিমগণ, সেই প্রতিশ্রুত খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করুন, যে খিলাফত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর মত শাসক তৈরি করবে, যিনি বলেছিলেন: *"আমার অধীনে যদি একটি হারানো ভেড়াও ফোরাতের তীরে মারা যায়, তবে আমি ভয় করি মহান আল্লাহ্ আমাকে সে সম্পর্কে রোজ কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করবেন"* (হিলইয়াত আল-আউলিইয়া)।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ